বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রথম খণ্ড

শিল্প মন্ত্রণালয়

৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান

অর্থ বছর ঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮.	অডিটের সুপারিশ	৭
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯–২০
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ০৪/০৭/১৪১৫ বঃ
১৯/১০/২০০৮ খ্রিঃ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিসিআইসি, বিএসইসি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বিসিক এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন ০৮ (আট) টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৫-২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকাণ্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ......৩০/০৯/২০০৮ ঢাকা।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩
১.	ভূয়া ঋণ গ্রহীতা দেখিয়ে এবং ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ ।	৬.২৫
২.	অনিয়মিতভাবে টাইম স্কেল প্রদানে সংস্থার ক্ষতি।	১.৬২
৩.	গেজেট বহির্ভূতভাবে কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানে ক্ষতি।	৪.২১
৪.	১৮০০০ লিটার এইচএসডি (ডিজেল) মিলে প্রবেশ করার পর হদিস না থাকায় ক্ষতি।	৩.৩০
৫.	১৫০০০ মেঃটন সার পাচার ও এমোনিয়া প্লান্টের পি,এল,সি ক্রয়ে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৭৩০.০০
৬.	৭,৩০,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎসহ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাকে অবসর গ্রহণের প্রকৃত তারিখের ১৫ দিন পূর্বে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সুবিধা প্রদান করায় ক্ষতি।	৯.৭৭
৭.	অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মচারীদের নিকট হতে মূল বেতনের ০.২৫ অংশ ও চিকিৎসা ভাতা কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪.১৩
৮.	কারখানার আবাসিক বাসায় বসবাসকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিকট হতে কম হারে গ্যাস চার্জ/বিল কর্তনে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২৮.৯৯
৯.	মেরামতযোগ্য নয় এমন গ্যাস টারবাইন জেনারেটর মেরামতের জন্য কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি।	৩৯৪.৮০
১০	ইস্যুকৃত চেক জালিয়াতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২৪.৫০
	অডিটে উদ্‌ঘাটিত সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ	১২০৭.৫৭

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর :

- ১৯৯৫-২০০৫ হতে ২০০৪-২০০৫
- ২০০৪-০৫
- ২০০৫-০৬
- ২০০৪-০৫
- ২০০৪-০৫
- ২০০৪-০৫
- ২০০৪-০৫
- ২০০৩-০৪
- ২০০৩-০৪
- ২০০৪-০৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান :

- মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী, কক্সবাজার।
- কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- মোবারকগঞ্জ চিনি কল, নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।
- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, জামালপুর।
- টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, টংগী, গাজীপুর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
১	মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী, কক্সবাজার।	ডিসে/০৫ হতে ডিসে/০৫ (১৯/১২/০৫-২৯/১২/০৫)
২	কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।	নভে/০৫ হতে ডিসে/০৫
৩	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	নভে/০৫ হতে ফেব্রু/০৬
৪	মোবারকগঞ্জ চিনি কল, নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।	ফেব্রু/০৬ হতে মার্চ/০৬
৫	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সেপ্টে/০৫ হতে নভে/০৫ জানু/০৭ হতে এপ্রিল/০৭
৬	যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, জামালপুর।	জানু/০৬ হতে এপ্রিল/০৬
৭	টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	অক্টো/০৪ হতে ডিসে/০৪
৮	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, টংগী, গাজীপুর।	অক্টো/০৫ হতে নভে/০৫

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- জনাব মোঃ মাহবুবুল হক, পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব ফেরদৌস আলী, উপ-পরিচালক, সেক্টর-২, ঢাকা।
- জনাব মোঃ শামছুল হক মিজি, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান ও সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সদর দপ্তরসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান ও সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সদর দপ্তরসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে জানাতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১।

শিরোনাম ঃ **ভূয়া ঋণ গ্রহীতা দেখিয়ে এবং ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করায় ৬,২৫,২৪০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী (উইডিপি), বিসিক কক্সবাজার শুরু (২/৯৫) থেকে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে নিরীক্ষাকালে ঋণ নথি, সাধারণ খতিয়ান, মানি রিসিপ্ট বুক, ব্যাংক বুক ভাউচার, ব্যাংক পাশবহি ইত্যাদি রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূয়া ঋণ গ্রহীতার নামে ঋণ দেখিয়ে ৬,০১,০৫০/- ও ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা না দিয়ে ২৪,১৯০/- টাকাসহ সর্বমোট ৬,২৫,২৪০/- টাকা আত্মসাৎ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ক" ক(১),ক(২) তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ১৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংস্থার জবাবে বলা হয়েছে, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। টাকা আদায়ের কথা বলা হলেও অদ্যাবধি আদায়ের কোন অগ্রগতি অডিটকে জানানো হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১৫-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার কারণে বর্ণিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ পর্যায়ে নিশ্চিত করতঃ দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে সত্বর আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে টাইম স্কেল প্রদানে সংস্থার ১,৬২,১৮১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কেরু এন্ড কোম্পানী (বিডি) দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা এর ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সালে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০১-১২-৮৪ খ্রিঃ তারিখের ১৫৫ নং স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ২২-০৩-৯৫ খ্রিঃ তারিখের ১৯ নং স্মারকে টাইম স্কেল প্রাপ্তির বিষয়টি অনুসরণ না করে গ্রেডেশনের পরিবর্তনের কারণে মূল বেতনের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে উভয় গ্রেডের চাকুরীকাল একই পদের চাকুরীকাল হিসেবে গণনা করে ২ জন কর্মচারীকে টাইম স্কেল প্রদান করায় সংস্থার ১,৬২,১৮১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "খ" (১-২) তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কার্যালয় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করেন এবং জবাবে বলা হয়, ২য় গ্রেড হতে ১ম গ্রেডে পদোন্নতি হলেও তাদের কাজের প্রকৃতি এক এবং একই ধরনের চাকুরী, এতে পদের পরিবর্তন হয়নি বিধায় উভয় গ্রেডের চাকুরীর সমষ্টির উপর ভিত্তি করে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ গ্রেডেশনের পরিবর্তনে স্কেলের পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে উভয় গ্রেডের চাকুরীকাল গণনা করার সুযোগ নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১২-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত টাইম স্কেলের কারণে অতিরিক্ত পরিশোধিত হালনাগাদ টাকার অংক নির্ণয় করে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩।

শিরোনাম ঃ **স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্যতার অতিরিক্ত স্কেল প্রদানে ৪,২০,৭৪৭.৫৭ টাকার আর্থিক ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের (চিনি কলসমূহে কর্মরত) নিয়োগ, পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্যতার অতিরিক্ত স্কেল প্রদানে প্রতিষ্ঠানের ৪,২০,৭৪৭.৫৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট গ-থেকে গ-৪-এ দেয়া হলো।
- সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের অর্ডিন্যান্স/১৯৬২ এর ১০ (ii) ধারা মোতাবেক নার্স ও মিডওয়াইফ এর স্কেল ছিল ৯০-১২০/- টাকা। মিসেস ফাহমিদা খাতুনকে প্রশিক্ষণবিহীন নার্স পদে ১১-০৩-১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ করা হয়। জাতীয় বেতন স্কেল/১৯৭৩ এর আলোকে প্রশিক্ষণ বিহীন নার্স এর বেতন স্কেল ১৪৫-২৭৫/- এর পরিবর্তে মিসেস ফাহমিদা খাতুনকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের স্কেল ২২০/ - ৪২০/- টাকা প্রদান করা হয়। বেতন স্কেল/৭৭ এর আলোকে বেতন নির্ধারণে প্রাধিকারীকে ২৪০/-৩৪৫/- টাকার স্থলে ৩০০/- - ৫৪০/- টাকার স্কেল প্রদান করা হয়। প্রযোজ্য না হওয়া সত্ত্বেও ৫ বছর পর সিলেকশন গ্রেড এবং ৩টি টাইম স্কেল প্রদান করার ফলে অতিরিক্ত বেতন ভাতাদি পরিশোধিত হয়েছে।
- নিয়োগ বিধি/৮৫ অনুযায়ী মিডওয়াইফ এর স্কেল /NPS/৭৩ ও ৭৭ অনুযায়ী যথাক্রমে ১৪৫/-২৭৫/- ও ২৫০/- ৩৬২/-। কিন্তু রাশিদা বেগমকে নিম্ন পদ ওয়ার্ড গার্ল হতে মিডওয়াইফ (ধাত্রী) পদে ১৩-১০-৮৮ তারিখে পদোন্নতিতে ৬০০-১১১০/-টাকার স্থলে ৭০০-১৪১৫/- টাকার স্কেল প্রদান করা হয়। তাছাড়া ওয়ার্ড গার্ল পদে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে স্কেল আপগ্রেড করা হয় (২২৫-৩১৫/- এর স্থলে ২৫০-৩৬২/-)।
- জাতীয় বেতন স্কেল/১৯৭৩ অনুযায়ী সনদধারী/পাশ কম্পাউন্ডারদের স্কেল ৮ম গ্রেডে রাখা হয়। অন্যথায় কম্পাউন্ডারগণ ৯ম গ্রেড (১৪৫-২৭৫) ভুক্ত হবেন। কর্পোরেশনের নিয়োগ বিধি/৮৫ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ বিহীন কম্পাউন্ডারদের স্কেল ৩০০-৫৪০/-(NPS/৭৭) রাখা আছে। ফলে ১০ম শ্রেণী পাশ ও সনদ বিহীন কম্পাউন্ডার হিসেবে নিম্ন পদ হতে ০১-০৯-৮৫ তারিখে কম্পাউন্ডার পদে পদোন্নতিতে জনাব জাহারুল হককে ৩০০-৫৪০/- টাকার স্কেল প্রদানের সুযোগ থাকলেও সনদধারী কম্পাউন্ডারদের ন্যায় ৫ বছর পরে সিলেকশন গ্রেড হিসেবে উচ্চতর স্কেল প্রদানের সুযোগ নেই।
- জাতীয় বেতন স্কেল/১৯৭৭ মোতাবেক ফার্মাসিষ্টদের (২ বছরের ডিপ্লোমাধারী) স্কেল ৩২৫-৬১০/- টাকা। কিন্তু ১৯৮২ সালে জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, ফার্মাসিষ্ট ২ বছরের ডিপ্লোমাধারীকে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩২৫-৬১০/- টাকার স্কেলের স্থলে ৪০০-৮২৫/- টাকার স্কেল প্রদান করা হয়। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় আরো ১ বছরের কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৮৬ সালে ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারী হন। ১১-০২-৯০ তারিখের নির্দেশনায় সরকার ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারী ফার্মাসিষ্টদের স্কেল ১০০০-২২৮০/- টাকায় উন্নীত করে বিধায় তাঁকে উক্ত স্কেল প্রদান বিধিসম্মত ছিল কিন্তু কর্মচারীকে ৩০-০৩-৯১ তারিখে সিনিয়র ফার্মাসিষ্ট হিসেবে ১৩৫০-২৭৫০/- টাকার স্কেলে পদোন্নতি দেওয়া হয়। চিনি কলের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরবর্তীতে সিনিয়র ফার্মাসিষ্ট এর পদ সৃষ্টি করা হলেও তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন না পাওয়ায় তাঁকে উক্ত স্কেলে পদোন্নতির সুযোগ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ০৪-০২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আংশিক জবাব পাওয়া যায়। কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত বেতন নির্ধারণ সঠিক আছে বলে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ লংঘন করে উক্ত স্কেল প্রদান সঠিক হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২১-০৮-২০০৬খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবিধ কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জড়িত টাকা আদায় এবং একই পদধারীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিলের স্কেল অভিন্ন রাখাসহ সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪।

শিরোনাম ঃ ১৮০০০ লিঃ এইচ এস ডি (ডিজেল) মিলে প্রবেশ করার পর হদিস না থাকায় ৩,২৯,৬৩৪ টাকা মিলের আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন মোবারকগঞ্জ চিনিকল লিঃ নলডাঙ্গা,ঝিনাইদহ এর ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে এইচ এস ডি (ডিজেল) এর ক্রয়াদেশ, এম আর আর ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলিক্ষিত হয় যেঃ-

- মেসার্স যমুনা অয়েল কোম্পানীর নিকট হতে জ্বালানী তেলের ক্রয়াদেশ নং যথাক্রমে ২৪৮৫ তারিখ ১৯-১০-২০০২ এবং ৫৪৬৫ তারিখ ০৯-০১-২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ৩৬০০০ লিটার ও ২৭০০০ লিটার ডিজেল সরবরাহ আদেশ দেয়া হয়। তম্মধ্যে ২টি ক্রয়াদেশে ৪টির মধ্যে ৩টি ও ৩টির মধ্যে ২টি চালানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তেল এম আর আর হয়। কিন্তু চালান নং ৬৬৭৩৬৯ তারিখ ২৩-১০-২০০২, চালান নং ৬৯৫৫০২ তারিখ ১৯-০১-২০০৩ এর মাধ্যমে প্রেরিত জ্বালানী (৯০০০+৯০০০= ১৮০০০) লিঃ তেল মিল অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর এম আর আর না হওয়ায় উহার হদিস নেই যার ফলে প্রতিষ্ঠানের ৩,২৯,৬৩৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ০২-১১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয় এইচ এস ডি ডিজেলের এম আর আর না হওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্তে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হতে টাকা আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ জবাবে দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে টাকা আদায় করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১২-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫।

শিরোনাম ঃ **১৫০০০ মেঃ টন সার পাচার ও এ্যামোনিয়া প্লান্টের পি এল সি ক্রয়ে সংস্থার ৭,৩০,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রশা-৩ শাখার শৃঙ্খলামূলক কেইস রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার ১৫০০০ মেঃ টন সার পাচার ও এ্যামোনিয়া প্লান্টের পি এল সি ক্রয়ে সংস্থার ৭,৩০,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " ঙ" তে দেয়া হলো।

- প্রশাসন-৩ শাখার ফাইল নং বিসিআইসি/প্রশা-৩/সি ইউ এফ এল-৫০ পর্যালোচনায় দেখা যায় জনৈক ফেরদাউস হোসেন ও বাসার উল্লাহর উল্লিখিত বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করে ১১-০১-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পেশকৃত তদন্তে বিষয়টি সঠিক বলে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/স্বস/বিসিআইসি/অভিযোগ-৮/২০০৪/৫৯ তারিখ ২৯-০১-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, কে অনুরোধ জানান হয়। ০৪-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যাসহ দ্রুত প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান হয়। বিষয়টির উপর সর্বশেষ কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পেশকৃত প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট সময়ে যারা কর্মরত ছিল প্রবিধানমালা-৫৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর আলোকে তাদের সকল পাওনা দাবী দায় নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয়েছে কিনা তাহা জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষিত অফিস জনাব জাহেদ কবির পরিচালক (কারিঃও প্রকৌঃ) কর্তৃক দাখিলকৃত ১২-০৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে কাউকে দায়ী করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোহাম্মদ মহবুব উর রহমান স্মারক নং শিঃম/যুগ্ম সচিব (অঅধি)/২০০৫/৪৩ তারিখ ১১-০১-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তার তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু সার পাচারের ঘটনাটি প্রমাণিত হয় সেহেতু এটা যুক্তিসংগতভাবে বলা যেতে পারে যে এই ঘটনার সাথে জড়িত সকলেই আর্থিক ভাবে কম বেশী লাভবান হয়েছেন।

- তিনি আরও বলেছেন পিএলসি ক্রয়ে যে দূর্নীতি করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি এ বিষয়ে ০৪ (চার) ব্যক্তিকে দায়ী করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ১২-০৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের যে তদন্তের কথা বলা হয়েছে তার পরে যুগ্ম সচিব তদন্ত করে ভিন্নরূপ বক্তব্য দিয়েছেন অর্থাৎ দোষী বাক্তিদের চিহ্নিত করেছেন।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬।

শিরোনাম ঃ **৭,৩০,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎসহ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাকে অবসর গ্রহণের প্রকৃত তারিখের ১৫দিন পূর্বে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের সুবিধা প্রদান করায় ৯,৭৭,৩৫৭ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বি সি আই সি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ভাউচার ও স্বেচ্ছাবসর গ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ৭,৩০,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎসহ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাকে প্রকৃত অবসর গ্রহণের তারিখের ১৫দিন পূর্বে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের সুবিধা প্রদান করায় সংস্থার ৯,৭৭,৩৫৭টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেয়া হলো)। বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	ভাউচার নং ও তাং	যাহাকে পরিশোধ	বিবরণ	পরিশোধিত টাকা।
১	২	৩	৪	৫
১.	৯৫৬, ১৯-৯-২০০৪	জনাব মোঃ মহসীন উদ্দিন তালুকদার, এমডি	১২ মাসের ছুটি নগদীকরণ	১,৩৪,২৭৫
২.	১৪১৯,২০-১০-২০০৪	-ঐ-	১৩% স্বেচ্ছাবসর	১,০৪,১০৪
৩.	৫৩১১, ২৮-১০-২০০৪	-ঐ-	গ্রাচুইটি	৭,৩৮,৯৭৮
			মোট=	৯,৭৭,৩৫৭

- নথি নং বিসি আই সি/প্রশা-৩/সিইউ এফ এল-৫০ এ রক্ষিত নোট সীটে ২৩-০৬-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ উল্লেখ করা হয় যে, চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ এ ৭ (সাত) কোটি টাকা মূল্যের ১৫০০০ মেঃ টন সার পাচার এবং ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের এ্যামোনিয়া প্লান্টের পি এল সি ক্রয়ে আত্মসাৎসহ দুর্নীতির বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়। ১৯৯৯–২০০৪ সালে জনাব মহসীন উদ্দিন তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন বিধায় বিসি আই সির স্মারক নং প্রশা-৩/সি ইউ এফএল-৫০/৪৪ তারিখ ০৬-০৩-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অন্যান্যদের সাথে জনাব মহসীন উদ্দিন তালুকদারকেও দায়ী করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়ী ব্যক্তির দুর্নীতিতে জড়িত থাকা এবং নিয়মিত অবসর গ্রহণের তারিখ ৩১-০৮-২০০৪ খ্রিঃ জানা সত্ত্বেও বিষয়টি তদন্ত শেষে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পাওনা স্থগিত না রেখে ১৫-০৮-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে স্বেচ্ছাবসর মঞ্জুর করে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করায় উক্ত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষিত অফিস জনাব জাহেদ কবির, পরিচালক(কারিঃ ও প্রকৌঃ) কর্তৃক ১২-০৭-২০০৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে কাউকে দায়ী করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম -সচিব জনাব মোহাম্মদ মহবুব উর রহমান স্মারক নং শিঃম/ যুগ্ম-সচিব (অঅধি)/ ২০০৫/ ৪৩ তারিখ ১১-০১-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তার তদন্ত প্রতিবেদনে উলেখ করেছেন যে, যেহেতু সার পাচারের ঘটনাটি প্রমাণিত হয় সেহেতু এটা যুক্তিসংগতভাবেই বলা যেতে পারে যে এ ঘটনার সাথে জড়িত সকলেই আর্থিকভাবে কম বেশী লাভবান হয়েছে।
- তিনি আরও বলেছেন পি এল সি ক্রয়ে যে দুর্নীতি করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি ৪ (চার) জন ব্যক্তিকে দায়ী করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ১২-০৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের যে তদন্তের কথা বলা হয়েছে তার পরে যুগ্ম -সচিব তদন্ত করে ভিন্নরূপ বক্তব্য দিয়েছেন অর্থাৎ দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭।

শিরোনাম ঃ **অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মচারীদের নিকট হতে মূল বেতনের ০.২৫ অংশ ও চিকিৎসা ভাতা কর্তন না করায় সংস্থার ৪,১২,৬২১ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৬-৯০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং অম(অবি)/বিধি-৪/প্রঃমেঃ/আত্নী-/-৩/৮৮/৩৩ অনুযায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী যারা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে নিয়োজিত হয়েছেন তাদের নিকট হতে মূল বেতনের ০.২৫ অংশ ও চিকিৎসা ভাতা কর্তন করতে হবে। কিন্তু সংস্থা উল্লিখিত আদেশের ব্যত্যয় করায় উপরোক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "চ" তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২৩-০৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থার জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় তারা চিকিৎসা ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র দাখিল না করায় উহা কর্তন সম্ভব হয়নি। কাগজপত্র দাখিল করলে নিরীক্ষা আপত্তি মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত স্মারকে মূল বেতনের ০.২৫ অংশ ও চিকিৎসা ভাতা কর্তন করার কথা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮।

শিরোনাম ঃ **কারখানার আবাসিক বাসায় বসবাসকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিকট হতে কম হারে গ্যাস চার্জ/ বিল কর্তনে প্রতিষ্ঠানের ২৮,৯৯,৩২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর এর ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের বেতন বিল রেজিস্টার, আবাসিক গ্যাস বিল রেজিস্টার ও ভাউচার নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-১৩/৯২/৬ তারিখ ১১-০১-৯৩ খ্রিঃ এর নির্দেশ লংঘন করে কারখানার আবাসিক কলোনীতে বসবাসকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে কম হারে গ্যাস বিল কর্তন করায় প্রতিষ্ঠানের ২৮,৯৯,৩২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "ছ" তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৮-২০০৭ তারিখে পত্রের মাধ্যমে সংস্থার জবাবে বলা হয়েছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল কর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে চাকুরী শেষে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চূড়ান্ত বিল হতে সরকার নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল কর্তন করে রাখা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাবে টাকা আদায়ের কথা বলা হলেও অদ্যাবধি আদায়ের কোন প্রমাণক এ কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। উল্লেখ্য বি সি আই সি বাংলাদেশ, ঢাকা এর ২৮-১২-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ এর ৩২১ নং স্মারকের মাধ্যমে ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ হতে সরকারি হার অনুযায়ী গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল কর্তন করার নির্দেশ রয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১২-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে সত্ত্বর আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯।

শিরোনাম ঃ **মেরামতযোগ্য নয় এমন গ্যাস টারবাইন জেনারেটর মেরামতের জন্য বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৯৪,৭৯,৯৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- টি এস পি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর ২০০৩-২০০৪ সালের মেরামত সংক্রান্ত নথি, বিল ভাউচার , চুক্তি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেরামত যোগ্য নয় এমন গ্যাস টারবাইন জেনারেটর মেরামতের জন্য কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৯৪,৮০,০৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গ্যাস টারবাইন জেনারেটর স্থাপনের পর হতে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ঠিক মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৬ সাল হতে জেনারেটরটি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।
- ০১-০৬-৮৯ হতে ০৩-০৫-৯৬ পর্যন্ত জেনারেটরটি ওভার হোলিং বাবদ ২,৩০,২৪,০৪৮ টাকা ব্যয় করা হয় কিন্তু উহা চালুর হার ছিল মাত্র ৩৩%।
- এহেন অবস্থা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত অলস টারবাইন জেনারেটরটি মেরামতের জন্য মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান আলষ্টাম গ্যাস টারবাইন লিঃ ইউকে লিঃ কে ৩১-০৮-৯৯ খ্রিঃ তারিখের চুক্তি নং টি এস পি/ ক্রয়/২.০২/ চট্ট/ ১১৯৬/সিসি-১০১১ এর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- জেনারেটরটির বিপরীতে ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩ ও ২০০৩-২০০৪ সালে যথাক্রমে ৩,৮১,৪৮,৮৪৪/- + ২০,৫৬,০৮০/-+ ২৮,৯১,৪৪৮/- সর্বমোট ৪,৩০,৯৬,৩৭২/- টাকা খরচ করা হয়। জেনারেটরটি মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনরায় চালু করতে না পারায় ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ৩৬,১৬,৩৯৬.৬৩ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের নীট ক্ষতির পরিমান দাঁড়ায় (৪,৩০,৯৬,৩৭২-৩৬,১৬,৩৯৬.৬৩) বা ৩,৯৪,৭৯,৯৭৫/৩৭ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ১২-০৪-২০০৫ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থার জবাবে বলা হয়েছে বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক ঠিকাদারকে কাজের সময় বৃদ্ধি না করার কারণে গ্যাস টারবাইন জেনারেটর (জিটিজি) এর কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে। এব্যাপারে বিসিআইসি এর সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । তদপ্রেক্ষিতে বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে মন্ত্রণালায় কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অদ্যাবধি অগ্রগতি না জানানোর জন্য জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০।

শিরোনাম ঃ **ইস্যুকৃত চেক জালিয়াতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ২৪,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- এটলাস বাংলাদেশ লিঃ টংগী, গাজীপুর এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত চেকের টাকার অংক পরিবর্তনের মাধ্যমে জালিয়াতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ২৪,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শহীদ জিয়া যুব সংসদ এর স্মরণিকা প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন বাবদ ইস্যুকৃত ৪,২৫০ টাকার চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ২৪,৫০,০০০ টাকা পরিশোধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "জ" তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাবে বলা হয়েছে টাকা ফেরত প্রদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে পত্র লেখা হয়েছে এবং থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থানীয় কার্যালয়কে কিছু শর্ত দিয়ে টাকা ফেরত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক স্থানীয় কার্যালয়কে কিছু শর্ত দিয়ে টাকা ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চেক জালিয়াতির মাধ্যমে পরিশোধিত টাকা দায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

৩০/০৯/২০০৮

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২৪৬৫কম/এ-৭০০বই, ২০০৮।